সমকাল

তারিখ ... 19 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ .....

সেই শিক্ষককে পুনর্বহাল করতে হবে : ১৪ দল

■ সমকাল প্রতিবেদক

নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত হওয়া শ্যামল কান্তি ভক্তকে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট। জোটের মুখপাত্র ও আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, সেখানে সেলিম ওসমান যে কাজ করেছেন, তাতে সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারেননি। তিনি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। এ ছাড়া অন্য সংসদ সদস্যদের মর্যাদাও ক্ষুণ্ন করেছেন। গতকাল বুধবার আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ১৪ দলের বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে মোহাম্মদ নাসিম এ কথা বলেন। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে নাসিম ওসমানের উপস্থিতিতে ওই শিক্ষককে প্রথমে লাঞ্ছিত করা হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার হাতে সাময়িক বরখাস্তের চিঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়।

মোহাম্মদ নাসিম আরও বলেন, যে ব্যক্তির ওপর অন্যায় করা হলো ও যাকে অপদস্ত করা হলো, একটি অজুহাতকে কেন্দ্র করে তারই আবার চাকরি চলে গেল! এটা আরও অন্যায় করা হয়েছে। তাই নারায়ণগঞ্জের শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা উচিত। নাসিম বলেন, কেউ অপরাধ করলে আইন আছে। একজন ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

সেই শিক্ষককে পুনর্বহাল

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

সংসদ সদস্য (সেলিম ওসমান) প্রকাশ্যে যে কাজটি করেছেন, তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তার এমন ভূমিকা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। ১৪ দল মনে করে, এর সঙ্গে যেই জড়িত থাক না কেন, আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকবে। মোসাদের সঙ্গে বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর পেছনে আরও কারা আছে, কে মদদ দিয়েছে– সবাইকে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনতে হবে।

গতকালের এ বৈঠকে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাস-নৈরাজ্য ও চক্রান্তের প্রতিবাদে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৪ মে দেশের সব জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওইদিন চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের সমাবেশে ১৪ দলের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য রাখবেন। পরে গ্রাম পর্যায়েও অনুরূপ কর্মসূচি নেবে ক্ষমতাসীন জোটটি।

মোহাম্মদ নাসিমের সভাপতিত্বে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের জাহাঙ্গীর কবির নানক, আহমদ হোসেন, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, ড. আবদুর রাজ্জাক, এবি তাজুল ইসলাম, মৃণাল কান্তি দাস, সুজিত রায় নন্দী, এসএম কামাল হোসেন, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, জাসদের (ইনু) শিরীন আখতার, জাসদের (আম্বিয়া) শরীফ নূরুল আম্বিয়া, মইনউদ্দীন খান বাদল, নাজমুল হক প্রধান, ওয়ার্কার্স পার্টির কামরুল আহসান, গণতন্ত্রী পার্টির শাহাদাৎ হোসেন, ন্যাপের ইসমাইল হোসেন, নজরুল মজিদ বেলাল, গণআজাদী লীগের এসকে শিকদার, তরীকত ফেডারেশনের এমএ আউয়াল, বাসদের রেজাউর রশীদ খান, জাতীয় পার্টি-জেপি'র এজাজ আহমেদ মুক্তা প্রমুখ।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে শরিকদের ক্ষোভ : বৈঠকে ১৪ দলের শরিক দলগুলোর নেতারা রমজান মাসকে সামনে রেখে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে উদ্বেগ জানিয়ে তা স্থিতিশীল রাখতে সরকারের কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান। পাশাপাশি ধানের দাম বাড়িয়ে কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত, বেসরকারি বিদ্যালয়ের বর্ধিত বেতন ও বাসভাড়া কমানো, রাজশাহীতে শিক্ষক হত্যার বিচার এবং ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে চক্রান্তকারী বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা। এ ছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে পাকিস্তান ও তুরস্কের প্রতিক্রিয়াকে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ আখ্যা দিয়ে এর কড়া প্রতিবাদ জানানোর দাবিও জানান নেতারা। বৈঠকে জেলা-উপজেলায় ১৪ দলের অবস্থান অনেকটাই নড়বড়ে জানিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে জোটকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করার আহ্বান জানান নেতারা।